بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

# খুতবা জুম'আ

# আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ৫ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখের

## খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

**তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত রয়েছে। তাঁর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় একটি যুদ্ধাভিযান ছিল 'গাযওয়া যাতুররিকা'। মহানবী (সা.) নাজাদে গাতফান গোত্রের শাখা বনু সালেবা ও বনু মুহারেবের ওপর আক্রমণের জন্য ৪শ' মতান্তরে ৭শ' সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন এবং হযরত উসমান (রা.)কে মদিনায় আমীর নিযুক্ত করেন। অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু যার গিফারী (রা.)কে আমীর নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) যখন নাজাদের 'নাখাল' নামক স্থানে পৌছেন, যাকে 'যাতুর রিকা' বলা হয়, তাঁর (সা.)এর মুকাবিলার জন্য সেখানে বড় শত্রুবাহিনী প্রস্তুত ছিল। উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হলেও কোন যুদ্ধ হয় নি।

তবুকের যুদ্ধের জন্য হযরত উসমান (রা.)এর যে পরিমাণ আর্থিক সেবা করার সৌভাগ্য হয় তার উল্লেখ এভাবে দেখা যায়। এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মহানবী (সা.) আহ্বান জানালে হযরত উসমান সিরিয়ায় বানিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত নিজের শত উটের কাফেলা হাওদা এবং পালানসহ দিয়ে দেন। মহানবী (সা.) পুনরায় আহ্বান করলে এই যুদ্ধের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হযরত উসমান আরো একশত উট হাওদা এবং গদিসহ প্রস্তুত করে উপস্থাপন করেন। তিনি (সা.) পুনরায় তাহরীক করলে হযরত উসমান তৃতীয়বার আরো একশত উট হাওদা এবং গদিসহ প্রস্তুত করে তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) মিম্বর থেকে অবতরণের পর বলেন, **'মা আলা উসমানা মা আমেলা বা'দা হাযিহী' 'মা আলা উসমানা মা আমেলা বা'দা হাযিহী'**। অর্থাৎ এরপর উসমান যা-ই করুক–তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এরপর উসমান যা-ই করুক–তার জন্য তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এছাড়াও হযরত উসমান দুইশত উকিয়া (পরিমাণ) স্বর্ণও মহানবী (সা.)এর সমীপে উপস্থাপন করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান এসে এক সহস্র দিনার মহানবী (সা.)এর ঝুলিতে রেখে দেন। মহানবী (সা.) ঝুলিতে রাখা দিনারগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখেন এবং দুইবার বলেন, **'মা যার্‌রা উসমানা মা আমেলা বা'দাল ইয়াওম'**। অর্থাৎ আজকের পর উসমান যা-ই করুক, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমান তখন দশ হাজার দিনার দান করেন তখন মহানবী (সা.) হযরত উসমানের জন্য এই দোয়া করেন যে, **'গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া উসমানু! মা আসরারতা, ওয়া মা আ'লানতা, ওয়া মা হুয়া কাহেনুন ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামা। মা ইয়ুবালি মা আমেলা বা'দাহা'** অর্থাৎ, হে উসমান! আল্লাহ্‌তা'লা তোমার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন (তার জন্য) যা তুমি গোপনে করেছ আর যা তুমি প্রকাশ্যে করেছ এবং যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত (তোমার দ্বারা) হবে। এরপর সে যাই করুক, তার জন্য কোন দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (রা.)এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া প্রদান করেন। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী

মহানবী (সা.)এই উপলক্ষ্যে হযরত উসমানকে বলেন,'হে উসমান! আল্লাহ্তা'লা তোমার সেই সমস্ত কাজ ক্ষমা করুন যা তুমি গোপনে করেছ এবং যা তুমি প্রকাশ্যে করেছ আর যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত (তোমার দ্বারা) হবে।' এই আমলের পর সে যাই করুক, আল্লাহ্তা'লা তা মার্জনা করবেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) এই উপলক্ষ্যে হযরত উসমানের স্বপক্ষে এই দোয়া করেন যে, **'আল্লাহুম্মারযে আন উসমানা ফাইন্নি আনহু রাযীন'**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কেননা আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার মহানবী (সা.) বাহিরে আসেন এবং বলেন যে, আমাদের বাহিনী অমুক অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছে, কিন্তু মু'মিনদের কাছে (খরচের) কিছুই নেই। তোমাদের মাঝে কেউ কি আছে যে পুণ্য অর্জন করবে? হযরত উসমান (রা.) এ কথা শুনতেই উঠেন এবং নিজের জমানো অর্থ বের করে তা মুসলমানদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মহানবী (সা.)এর সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, উসমান জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে একবার একটি কূপ বিক্রি হচ্ছিল। মুসলমানদের যেহেতু সেই দিনগুলোতে পানির খুব কষ্ট ছিল তাই তিনি (সা.) এই উপলক্ষ্যে বলেন, কেউ আছে কি, যে পুণ্য অর্জ ন করবে? হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত। অতএব তিনি সেই কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ করে দেন। মহানবী (সা.) পুনরায় বলেন, উসমান জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে। একইভাবে অপর এক উপলক্ষ্যেও মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে একই বাক্য উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ তিনবার এমন হয়েছে যখন মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি জান্নাত ক্রয় করেছেন। আরেকবার তিনি (সা.) বলেন, হে উসমান! খোদাতা'লা তোমাকে একটি জামা পরাবেন। মুনাফিকরা তোমার সেই পোশাক খুলে নিতে চাইবে, কিন্তু তুমি তা খুলবে না।

হযরত আবুবকর (রা.)এর খিলাফতকালে হযরত উসমান (রা.) সেসব সাহাবী এবং পরামর্শদাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। হযরত আবুবকর (রা.) মুরতাদদের ফিতনার মোকাবিলা করে তা দূরীভূত করার পর রোম অভিযান এবং বিভিন্ন দিকে সেনা অভিযান প্রেরণের ইচ্ছা করেন আর এই বিষয়ে মানুষের কাছে পরামর্শ চান। কতিপয় সাহাবী পরামর্শ দিলেন কিন্তু হযরত আবুবকর (রা.) আরও পরমার্শের আহ্বান করেন। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, আপনি এই ধর্মের অনুসারীদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তত্তাবধায়ক। অতএব আপনি মানুষের জন্য যে সিদ্ধান্ত কল্যাণকর মনে করেন তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প করে নিন। কেননা আপনার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কথা শুনে সেই সভায় উপস্থিত বড় বড় সাহাবীগণ-সহ সকল মুহাজের ও আনসারগণ বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) যথার্থ বলেছেন। আপনি যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করুন। আমরা আপনার বিরোধিতাও করব না আর আপনাকে দোষারোপও করব না। এ বিষয়ে যখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজ সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ চান যে, হযরত আওয়ান বিন সাঈদ (রা.)এর পর কাকে বাহরাইনের গভর্ণর করে পাঠানো যায়, তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) নিবেদন করেন যে, সেই ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যাকে আল্লাহ্র রসূল (সা.) বাহরাইনবাসীদের জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ ও আনুগত্য করার কারণ হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের ও তাদের অঞ্চল সম্পর্কেও ভালোভাবে পরিচিত। তিনি হলেন আলা বিন হাযরামী। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) আলা বিন হাযরমীকে বাহরাইনে প্রেরণ করতে সম্মত হন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আবুবকর (রা.) এর খিলাফতকালে একবার বৃষ্টি হয়নি। এরই মাঝে হযরত উসমান (রা.)এর শত উটের বাণিজ্যিক কাফেলা গম বা খাদ্য শস্যবোঝাই হয়ে সিরিয়া থেকে মদিনায় পৌঁছে। এ সংবাদ পেয়ে মানুষ হযরত উসমান (রা.)এর বাড়িতে যায় এবং দরজায় কড়া নাড়ে। হযরত উসমান (রা.) মানুষের সামনে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কী চান? লোকজন বলে, আপনি জানেন যে, দুর্ভিক্ষের যুগ। আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনার কাছে খাদ্যশস্য আছে। আপনি তা আমাদের কাছে বিক্রি করে দিন যেন আমরা তা দরিদ্র-মিসকীনদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আপনারা বলুন, আমাকে লাভ কতটা দিবেন। তারা বলে, আমরা দশ দিরহামের বদলে বারো দিরহাম দিব। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশি পাচ্ছি। তখন তারা বলে, তাহলে আমরা দশ দিরহামের জন্য পনেরো দিরহাম দিব। অর্থাৎ দশ দিরহামের পরিবর্তে আমরা পনেরো দিরহাম দিতে প্রস্তুত আছি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি এর চেয়েও অধিক পাচ্ছি। ব্যবসায়ীরা বলে, হে আবু আমর! মদিনায় আমরা ছাড়া আর ব্যবসায়ী নেই; তাহলে আপনাকে এর চেয়ে

বেশি লাভ কে দিচ্ছে? হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম দিচ্ছেন, অর্থাৎ প্রতি দিরহামের বিনিময়ে দশগুণ দান করছেন। আপনারা কি এর চেয়ে বেশি দিতে পারবেন? তারা বলে, আমরা এর বেশি দিতে পারব না। এতে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌তা'লাকে সাক্ষী রেখে এই খাদ্যশস্য দরিদ্র মুসলমানদের জন্য সদকা করছি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি সেই রাতে, অর্থাৎ যেদিন এই ঘটনা ঘটে এবং খাদ্যশস্য বণ্টন করা হয় বা সদকা করা হয়, সেই রাতে আমি আমি মহানবী (সা.) কে স্বপ্নে দেখি। তিনি (সা.) বিশাল দেহ বিশিষ্ট একটি অনারব ঘোড়ায় আরোহন করে আছেন। তাঁর (সা.)এর ওপর নূরের পোশাক রয়েছে এবং তাঁর পায়ে নূরের জুতা রয়েছে আর হাতে রয়েছে নূরের ছড়ি। আর তিনি (সা.) বেশ ত্বরায় রয়েছেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য এবং আপনার সাথে কথা বলার জন্য যে আমার অধীর আগ্রহ!, আপনি তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছেন? তিনি (সা.) বললেন, হে ইবনে আব্বাস! উসমান একটি সাদকা করেছে আর আল্লাহ্‌তা'লা তা কবুল করেছেন এবং জান্নাতে তাকে বিবাহ করিয়েছেন আর আমাদেরকে তার বিবাহে অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রন করা হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফত সম্পর্কে মহানবী (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আজ রাতে এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)কে মহানবী (সা.)এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে আর হযরত উমর (রা.)কে হযরত আবুবকর (রা.)এর সাথে আর হযরত উসমান (রা.)কে হযরত উমর (রা.)এর সাথে (সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে)। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)এর পাশ থেকে উঠে এলাম, তখন বললাম, সালেহ বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলতে মহানবী (সা.)কেই বুঝানো হয়েছে আর একে অপরের সাথে সংযুক্ত হওয়া বলতে বুঝায়, এঁরাই সেই ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক হবেন, যে ধর্মসহ মহানবী (সা.)কে আল্লাহ্‌তা'লা প্রেরণ করেছেন।

হযরত উমর (রা.)এর ইন্তেকাল এবং হযরত উসমান (রা.)এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন: হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন এবং তিনি অনুভব করেন যে, এখন তাঁর অন্তিম সময় সন্নিকট তখন তিনি ছয়জনের বিষয়ে ওসিয়্যত করেন যে, এরা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা মনোনিত করে নেয়। সে ছয়জন হলেন, হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা.) হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.)। এদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)কেও পরামর্শে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মনোনিত করেন কিন্তু খিলাফতের অধিকার প্রদান করেন নি।

২৩ হিজরী সনের ২৯ জিলহজ রোজ সোমবার হযরত উসমানের হাতে বয়আত করা হয়। নায্‌যাল বিন সাবরা বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) বলেন, জীবিতদের মধ্য থেকে আমরা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছি আর আমরা এই নির্বাচনে কোনরূপ ত্রুটি করি নি।

বদর বিন উসমান তাঁর চাচার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, শূরার সদস্যরা যখন হযরত উসমানের বয়আত করে নেয় তখন হযরত উসমান (রা.) তাদের সবার চেয়ে অধিক চিন্তিত অবস্থায় জনসমক্ষে আসেন। অতঃপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)এর মিম্বরে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আল্লাহতা'লার প্রসংশা ও গুণকীর্তন করেন এবং মহানবী (সা.)এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে বলেন, তোমরা নিশ্চয় এমন এক নিবাসে অর্থাৎ পৃথিবীতে রয়েছ যা ছেড়ে যেতেই হবে ; আর তোমরা জীবনের শেষাংশে রয়েছ তাই মৃত্যুর পূর্বে তোমরা যতটুকু পুণ্যকর্ম করতে পার করে নাও। নিশ্চয় মৃত্যু তোমাদের ঘিরে রেখেছে আর এই শত্রু সকাল সন্ধ্যা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। সাবধান! এ পৃথিবী মিথ্যা ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ। অতএব, এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক শয়তান যেন তোমাদের ধোকায় না ফেলে। অতীত লোকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর আর এরপর যথাসাধ্য চেষ্টা প্রচেষ্টা কর, উদাসীন থেকো না কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের বিষয়ে উদাসীন নন। সেসব জাগতপূজারী ও তাদের ভাইয়েরা কোথায় যারা ভূমিকে কর্ষণ করেছে আর একে আবাদ করেছে এবং এক দীর্ঘকাল এথেকে লাভবান হয়েছে, তাকি তাদেরকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়নি? অতএব, তোমরাও জগতকে সেখানে নিক্ষেপ কর-যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা একে নিক্ষেপ করেছেন। আর পরকালের প্রত্যাশী হও, পরকালকে সন্ধান কর।

হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে আল্লাহ্‌তা'লা নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। আফ্রিকিয়াহ্‌ অর্থাৎ আলজেরিয়া এবং মরক্কোর অঞ্চল বিজিত হয়। স্পেন জয়, সাইপ্রাস জয়, তাবারিস্তান জয় হয়, সাওয়ারী, আরমেনিয়া এবং খুরাসান বিজিত হয় ৩১ হিজরীতে, রোমান সাম্রাজ্য অভিমুখে অগ্রযাত্রা, মরুর রাশিয়া, তালেকান, হারিয়াব, জুযাজান এবং তাখারস্তান জয় এবং বালাখ খরাদ বিজিত হয় এছাড়া এ বিষয়ের উল্লেখও পাওয়া যায় যে, হযরত উসমান (রা.)'র যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের শুভাগমন হয়ে গিয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ অব্যহত আছে। আগামীতেও বর্ণনা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করতে থাকুন, আল্লাহ্‌তা'লা তাদের অবস্থা অনুকূল করে দিন। পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীদেরকেও (আল্লাহ্‌তা'লা) দোয়ার তৌফিক দিন, (তাদেরকে) আত্মসংশোধনের তৌফিক দিন আর আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করারও তৌফিক দিন। আর আল্লাহ্‌তা'লা অচিরেই এই অন্ধকার দিনকে আলোয় রূপান্তরিত করে দিন যেন আমরা সেখানকার আহমদীদেরকেও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্বাবলী পালন করতে দেখতে পাই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَن يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

**('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

**To**

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
05 February 2021

*Makeup & Distribute* **FROM**


**AHMADIYYA MUSLIM MISSION**
**NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B**



www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org